ঊনিশ বছর কথা ছিল

ঊনিশ বছর ধরে কথা ছিল, একদিন বেপরোয়া বৃষ্টি হবে, আর সেও রাস্তা থেকে তুলে এনে তাকে শোয়াবে আদরে। বৃষ্টিও হল না। সেও আর সাদরে না ডেকে কুচিকুচি করে কেটে প্রথমে ডুবাল ঘৃণা জলে-- তারপর রটিয়ে দিল যে কত মিথ্যা ছিল হৃৎপিণ্ড কশেরুকা. স্কটিশ চার্চের কাছে গোলাপ ও ফাটা ফাটা গাঢ় সঙ্গ দিল্লির খ্রিস্ত দরবারে! ঊনিশ বছর ধরে বাস্তুকার কুঁড়েঘর থেকে এনে সব চিঠি সাজিয়েছে বিশাল প্রাসাদে আর তার ভাষা ভুলে গেছে-- বিদেশযাত্রার ঠিক তেরদিন বাদে। তলায় তলায় অতিযত্নে রাখা আছে দেশ-বিদেশের খাম, আলো, প্রত্যাশার গলাডোবা জল। কে আর সে চিঠি পড়ে! ভাষা বোঝাবার কোনও দায়ই পাঠত্রমে দাগানো ছিল না। এত পড়াশুনো করে ঊনিশ বছর পর বোঝা গেল বন্ধুত্ব ছিল না। প্রেমও ছিল না। ভালবাসা পড়ে আছে, রাস্তায় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা সেইসব সেলোফেন প্যাকেটের মতো। যেমন ঘৃণায় উপচানো অ্যালবাম-- একটানে ছিঁড়ে ফেলা ছবি! ছিঁড়ে ফেলে, ফিরিয়েও দিয়ে যায় আত্মীয়ের- বান্ধবীর হাতে। কে ফেরায়? কাকে? কিছু কি ফেরানো যায়? সেই ফটোগ্রাফ ভর্তি সুসময়, সেই হাসি-হাসিমুখ, গভীর তাকানো, সে-কি আর বেঁচে থাকে ওরকম তীব্র কথা জন্ম দেবার পরও! থাকে, থাকে! তবুও সামান্য কিছু সঙ্গে সঙ্গে যায়। ধূপ-ধুনো, ফুলের মালার রঙ, কিছু ধবনি, কোমল কোনও পার্থিব আসব-- এত কিছু নিয়ে ঊনিশ বছর চার উপলব্ধি হয়-- প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, এক কাঁধে ধড়হীন মাথা, অন্য কাঁধে মুণ্ডুকাটা ধড় নিয়ে এতদিন হেঁটেছিল গলিত বিকৃত সম্পর্কের শব। ঊনিশ বছর ধরে যা কিছু ঘটেছে, সমস্ত, জল ও কাদার দাগ, ট্রামের দুলুনি, টুকরো গোপনীয় চোখ- গবেষণা-বিষয়ক ফ্লপি সেইসব ধারণ করে না, যত নাম উপগ্রহ গ্রহের সঙ্কেত ধরেছিল আর প্রেরণ করতে গিয়ে সংযত থাকতে পারেনি, সেইসব চলে গেছে শবের আসংগ লোভে হাত হয়ে, পা-ও হয়ে ধড়মুড়ো জুড়ে নিয়ে দুলে দুলে গলিত বিকৃত। সম্পর্ক সম্পর্ক যায়-শ্মশানে কে পেতে দিল ছাইভস্ম কোল-- সম্পর্ক সম্পর্ক বলহরি, সম্পর্ক সম্পর্ক হরিবোল। সম্পর্ক সম্পর্ক চলে যায়-- শব্দ করে খুলি ফাটে, নাভি পুড়ল না। সম্পর্ক সম্পর্ক জ্বলে যায়-- মানুষে মানুষে খুব সম্পর্ক পাতায়, শুধু আগুন পাতায়।

তিলোত্তমা মজুমদার

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com